একাদশ অধ্যায়

বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী

এই অধ্যায়ে বৃত্রাসুরের মহান গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধান প্রধান অসুর সেনানায়কেরা যখন বৃত্রাসুরের উপদেশ শ্রবণ না করে পলায়ন করছিল, তখন বৃত্রাসুর তাদের কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বৃত্রাসুর তখন একলা দেবতাদের সম্মুখে অবস্থান করে ভয়ঙ্কর গর্জন করেছিলেন। তাতে দেবতারা ভয়ে মূর্ছিত হলে, বৃত্রাসুর তাঁদের পদদলিত করতে শুরু করেছিলেন। তা সহ্য করতে না পেরে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের প্রতি তাঁর গদা নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর এমনই মহান বীর ছিলেন যে, তিনি অনায়াসে তাঁর বাম হাতে সেই গদা ধারণ করে, তা দিয়ে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করেন। এইভাবে আহত হয়ে ঐরাবত ইন্দ্রকে পিঠে নিয়ে চোদ্দ গজ দূরে পতিত হয়।

ইন্দ্র বিশ্বরূপকে প্রথমে তাঁর পুরোহিতরূপে বরণ করে পরে তাঁকে হত্যা করেন। ইন্দ্রের সেই নৃশংস কর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে, বৃত্রাসুর বলেছিলেন, "ভগবান বিষ্ণু যাঁদের একমাত্র সহায়, তাঁদের জয়, ঐশ্বর্য এবং সন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। ত্রিভুবনে তাঁদের বাঞ্ছনীয় কিছুই নেই। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে, ভক্তির প্রতিবন্ধক জড় সম্পদ তাদের প্রদান করেন না। তাই আমি ভগবানের সেবার জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করি। আমি চাই, আমি যেন সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারি এবং তাঁর সেবায় যুক্ত থাকতে পারি। আমি চাই, আমার দেহ, পুত্র, কলত্র আদিতে অনাসক্ত হয়ে যেন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি। আমি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চাই না। এমন কি ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য পর্যন্ত আমি চাই না। এই সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ত এবং শংসতো ধর্মং বচঃ পত্যুরচেতসঃ ।
নৈবাগৃহ্ণন্ত সম্ভ্রান্তাঃ পলায়নপরা নৃপ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—তারা; **এবম্**—এইভাবে; **শংসতঃ**—প্রশংসা করে; **ধর্মম্**—ধর্মতত্ত্ব; **বচঃ**—বাণী; **পত্যুঃ**—তাদের প্রভুর; **অচেতসঃ**—ব্যাকুল চিত্ত; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অগৃহ্ণন্ত**—গ্রহণ করেছিলেন; **সম্ভ্রান্তাঃ**—ভয়ভীত; **পলায়ন-পরাঃ**—পলায়নরত; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, অসুর সেনাপতি বৃত্র এইভাবে তার সেনানায়কদের ধর্ম উপদেশ প্রদান করলেও সেই সমস্ত কাপুরুষ অসুর সেনানায়কেরা এতই ভয়ভীত হয়েছিল যে, তারা তার বাক্য গ্রহণ করতে পারল না।

শ্লোক ২-৩

বিশীর্যমাণাং পৃতনামাসুরীমসুরর্ষভঃ ।
কালানুকূলৈস্ত্রিদশৈঃ কাল্যমানামনাথবৎ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বাতপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশত্রুরমর্ষিতঃ ।
তান্ নিবার্যৌজসা রাজন্ নির্ভর্ৎস্যেদমুবাচ হ ॥ ৩ ॥

বিশীর্যমাণাম্—বিধ্বস্ত হয়ে; **পৃতনাম্**—সৈন্য; **আসুরীম্**—অসুরদের; **অসুর-ঋষভঃ**—অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর; **কাল-অনুকূলৈঃ**—কালের অনুকূল পরিস্থিতি অনুসারে; **ত্রি-দশৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **কাল্যমানাম্**—বিতাড়িত হয়ে; **অনাথবৎ**—নিরাশ্রয়ের মতো; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অতপ্যত**—সন্তপ্ত হয়েছিল; **সংক্রুদ্ধ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ইন্দ্র-শত্রুঃ**—ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর; **অমর্ষিতঃ**—সহ্য করতে না পেরে; **তান্**—তাঁদের (দেবতাদের); **নিবার্য**—বাধা দিয়ে; **ওজসা**—বলপূর্বক; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নির্ভর্ৎস্য**—তিরস্কার করে; **ইদম্**—এই; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা সেই অনুকূল সুযোগ লাভ করে অসুর-সৈন্যদের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাদের আক্রমণ করেছিলেন, এবং তার ফলে অসুর-সৈন্যরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের তখন কোন নেতা ছিল না। তাঁর সৈন্যদের এই প্রকার করুণ অবস্থা দর্শন করে, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর অত্যন্ত

সন্তপ্ত হয়েছিলেন। এই প্রকার বিরূপ পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে, তিনি বলপূর্বক দেবতাদের নিবারিত করে, ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তিরস্কারপূর্বক বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

কিং ব উচ্চরিতৈর্মাতুর্ধাবদ্ভিঃ পৃষ্ঠতো হতৈঃ ।
ন হি ভীতবধঃ শ্লাঘ্যো ন স্বর্গ্যঃ শূরমানিনাম্ ॥ ৪ ॥

কিম্—কি লাভ; **বঃ**—তোমাদের; **উচ্চরিতৈঃ**—বিষ্ঠার মতো; **মাতুঃ**—মাতার; **ধাবদ্ভিঃ**—পলায়নরত; **পৃষ্ঠতঃ**—পিছন থেকে; **হতৈঃ**—নিহত; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ভীত-বধঃ**—ভীত ব্যক্তিকে বধ; **শ্লাঘ্যঃ**—প্রশংসনীয়; **ন**—না; **স্বর্গ্যঃ**—স্বর্গলোক প্রাপ্তি; **শূরমানিনাম্**—নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে।

অনুবাদ

হে দেবগণ, এই পলায়নরত অসুরেরা তাদের মাতৃজঠর থেকে বিষ্ঠার মতো বৃথাই জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের জন্ম নিরর্থক। এই প্রকার শত্রুকে পিছন থেকে বধ করে তোমাদের লাভ কি? নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে, তাদের প্রাণভয়ে ভীত শত্রুকে কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার হত্যা প্রশংসনীয় নয় এবং তার ফলে স্বর্গও লাভ হয় না।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর দেবতা এবং অসুর উভয়কেই তিরস্কার করেছিলেন, কারণ অসুরেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করছিল এবং দেবতারা তাদের পিছন থেকে হত্যা করছিল। এই দুটি কার্যই নিন্দনীয়। যখন যুদ্ধ হয়, তখন বিরোধী পক্ষকে বীরের মতো যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। বীর কখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন না। তিনি সর্বদা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জয় লাভের জন্য অথবা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে যুদ্ধ করেন। সেটিই বীরের ধর্ম। শত্রুকে পিছন থেকে বধ করা নিন্দনীয়। শত্রু যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তখন তাকে বধ করা উচিত নয়। সেটিই সমরের নীতি।

বৃত্রাসুর অসুর সৈন্যদের তাদের মায়ের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছিল। বিষ্ঠা এবং কাপুরুষ পুত্র উভয়ই মায়ের উদর থেকে নিঃসৃত হয়। তাই বৃত্রাসুর

বলেছিলেন যে, সেই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুলসীদাসও এই প্রকার একটি উপমা দিয়ে বলেছিলেন যে, পুত্র এবং মূত্র দু-ই এক মার্গ থেকে নির্গত হয়। বীর্য এবং মূত্র উভয়ই উপস্থ থেকে নির্গত হয়, কিন্তু বীর্য থেকে সন্তান উৎপাদন হয় অথচ মূত্র থেকে কিছুই হয় না। অতএব যে পুত্র বীর নয় অথবা ভগবদ্ভক্ত নয়, সে পুত্র নয়, মূত্র। তেমনই চাণক্য পণ্ডিতও বলেছেন—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্মিকঃ ।
কাণেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥

"যে পুত্র যশস্বী নয় অথবা ভগবদ্ভক্ত নয়, সেই পুত্রের কি প্রয়োজন? এই প্রকার পুত্র কানা চোখের মতো, যা দেখতে সাহায্য করে না, কেবল বেদনাই দেয়।"

শ্লোক ৫

যদি বঃ প্রধনে শ্রদ্ধা সারং বা ক্ষুল্লকা হৃদি ।
অগ্রে তিষ্ঠত মাত্রং মে ন চেদ্ গ্রাম্যসুখে স্পৃহা ॥ ৫ ॥

যদি—যদি; **বঃ**—তোমাদের; **প্রধনে**—যুদ্ধে; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **সারম্**—ধৈর্য; **বা**—অথবা; **ক্ষুল্লকাঃ**—হে ক্ষুদ্র দেবতাগণ; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অগ্রে**—সম্মুখে; **তিষ্ঠত**—দাঁড়াও; **মাত্রম্**—ক্ষণিকের জন্য; **মে**—আমার; **ন**—না; **চেৎ**—যদি; **গ্রাম্য-সুখে**—ইন্দ্রিয়সুখে; **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা।

অনুবাদ

হে তুচ্ছ দেবতাগণ, যদি তোমাদের যুদ্ধে যথার্থই শ্রদ্ধা থাকে ও হৃদয়ে ধৈর্য থাকে এবং বিষয়ভোগে অভিলাষ না থাকে, তবে ক্ষণিকের জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

দেবতাদের তিরস্কার করে বৃত্রাসুর তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান করে বলেছিলেন, "হে দেবগণ, তোমরা যদি প্রকৃতই বীর হও, তা হলে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে তোমাদের বীরত্ব প্রদর্শন কর। তোমরা যদি যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না কর, তোমরা যদি প্রাণভয়ে ভীত থাক, তা হলে আমি তোমাদের বধ করব না। কারণ আমি তোমাদের মতো নই, তা ছাড়া যে বীর নয় এবং যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নয়, তাকে হত্যা করার মতো আমি নিচ মনোভাবাপন্ন নই। তোমাদের যদি নিজেদের বীরত্বে বিশ্বাস থাকে, তা হলে আমার সামনে দাঁড়াও।"

শ্লোক ৬

এবং সুরগণান্ ক্রুদ্ধো ভীষয়ন্ বপুষা রিপূন্ ।
ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সুর-গণান্**—দেবতারা; **ক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভীষয়ন্**—ভয়ঙ্কর; **বপুষা**—তার শরীরের দ্বারা; **রিপূন্**—তার শত্রুদের; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **সু-মহা-প্রাণঃ**—মহা বলবান বৃত্রাসুর; **যেন**—যার দ্বারা; **লোকাঃ**—সমস্ত প্রাণী; **বিচেতসঃ**—মূর্ছিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—মহা বলশালী বৃত্রাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিশাল এবং ভয়ঙ্কর শরীর প্রদর্শনপূর্বক দেবতাদের ভীত করে এমনভাবে গর্জন করেছিলেন যে, তার ফলে সমস্ত প্রাণীবর্গ মূর্ছিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

তেন দেবগণাঃ সর্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ ।
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ যথৈবাশনিনা হতাঃ ॥ ৭ ॥

তেন—তার দ্বারা; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সমস্ত; **বৃত্র-বিস্ফোটনেন**—বৃত্রাসুরের ভীষণ গর্জনে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নিপেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **মূর্চ্ছিতাঃ**—মূর্ছিত হয়ে; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—প্রকৃতপক্ষে; **অশনিনা**—বজ্রের দ্বারা; **হতাঃ**—আহত।

অনুবাদ

দেবতারা বৃত্রাসুরের সেই ভীষণ সিংহনাদ সদৃশ গর্জন শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির মতো মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

মমর্দ পদ্ভ্যাং সুরসৈন্যমাতুরং
নিমীলিতাক্ষং রণরঙ্গদুর্মদঃ ।
গাং কম্পয়ন্নুদ্যতশূল ওজসা
নালং বনং যূথপতির্যথোন্মদঃ ॥ ৮ ॥

মমর্দ—দলিত করে; **পদ্ভ্যাম্**—পায়ের দ্বারা; **সুর-সৈন্যম্**—দেব-সৈন্যদের; **আতুরম্**—যারা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল; **নিমীলিত-অক্ষম্**—চক্ষু নিমীলিত করে; **রণ-রঙ্গ-দুর্মদঃ**—যুদ্ধক্ষেত্রে গর্বোদ্ধত; **গাম্**—পৃথিবীপৃষ্ঠে; **কম্পয়ন্**—কম্পিত করে; **উদ্যত-শূলঃ**—তাঁর শূল উত্তোলন করে; **ওজসা**—তাঁর বলের দ্বারা; **নালম্**—নল; **বনম্**—বন; **যূথপতিঃ**—যূথপতি হস্তী; **যথা**—যেমন; **উন্মদঃ**—মদমত্ত।

অনুবাদ

দেবতারা যখন ভয়ে তাঁদের চক্ষু নিমীলিত করেছিলেন, তখন বৃত্রাসুর তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে তাঁর নিজ বলে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। মদমত্ত হস্তী যেমন নলবনকে পদদলিত করে, ঠিক সেইভাবে বৃত্রাসুর দেবতাদের পদদলিত করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বিলোক্য তং বজ্রধরোঽত্যমর্ষিতঃ
স্বশত্রবেঽভিদ্রবতে মহাগদাম্ ।
চিক্ষেপ তামাপততীং সুদুঃসহাং
জগ্রাহ বামেন করেণ লীলয়া ॥ ৯ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে (বৃত্রাসুরকে); **বজ্র-ধরঃ**—বজ্রধারী ইন্দ্র; **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষিতঃ**—অসহিষ্ণু; **স্ব**—তার; **শত্রবে**—শত্রুর প্রতি; **অভিদ্রবতে**—ধাবিত হয়ে; **মহা-গদাম্**—এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গদা; **চিক্ষেপ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **তাম্**—সেই (গদা); **আপততীম্**—তাঁর অভিমুখে নিপতিত হয়ে; **সুদুঃসহাম্**—দুঃসহ; **জগ্রাহ**—ধরেছিলেন; **বামেন**—বাম; **করেণ**—হস্তের দ্বারা; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের কার্যকলাপ দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর প্রতি এক মহাগদা নিক্ষেপ করেছিলেন। অপরের পক্ষে দুঃসহ হলেও বৃত্রাসুর তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই গদাটিকে অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

স ইন্দ্রশত্রুঃ কুপিতো ভৃশং তয়া
মহেন্দ্রবাহং গদয়োরুবিক্রমঃ ।
জঘান কুম্ভস্থল উন্নদন্ মৃধে
তৎকর্ম সর্বে সমপূজয়ন্নৃপ ॥ ১০ ॥

সঃ—সেই; **ইন্দ্র-শত্রুঃ**—বৃত্রাসুর; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **তয়া**—তার দ্বারা; **মহেন্দ্র-বাহম্**—ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **উরু-বিক্রমঃ**—যিনি তাঁর মহাবলের জন্য বিখ্যাত; **জঘান**—আঘাত করেছিলেন; **কুম্ভস্থলে**—মস্তকে; **উন্নদন্**—প্রচণ্ড গর্জন করে; **মৃধে**—যুদ্ধে; **তৎ কর্ম**—সেই কার্য (তাঁর বাম হস্তধৃত গদার দ্বারা ইন্দ্রের হস্তীর মস্তকে আঘাত করে); **সর্বে**—(উভয় পক্ষের) সমস্ত সৈন্যেরা; **সমপূজয়ন্**—প্রশংসা করেছিল; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অত্যন্ত বিক্রমশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড গর্জন করে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের মস্তকে সেই গদার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যেরাই তাঁর প্রশংসা করেছিল।

শ্লোক ১১

ঐরাবতো বৃত্রগদাভিমৃষ্টো
বিঘূর্ণিতোঽদ্রিঃ কুলিশাহতো যথা ।
অপাসরদ্ ভিন্নমুখঃ সহেন্দ্রো
মুঞ্চন্নসৃক্ সপ্তধনুর্ভৃশার্তঃ ॥ ১১ ॥

ঐরাবতঃ—ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত; **বৃত্র-গদা-অভিমৃষ্টঃ**—বৃত্রাসুরের হস্তস্থিত গদার আঘাতে; **বিঘূর্ণিতঃ**—ঘুরতে ঘুরতে; **অদ্রিঃ**—পর্বত; **কুলিশ**—বজ্রের দ্বারা; **আহতঃ**—আঘাতপ্রাপ্ত; **যথা**—যেমন; **অপাসরৎ**—পিছিয়ে গিয়েছিল; **ভিন্ন-মুখঃ**—ভগ্নমুখ; **সহ-ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র সহ; **মুঞ্চন্**—বমন করে; **অসৃক্**—রক্ত; **সপ্ত-ধনুঃ**—সাত ধনুকের দূরত্ব (প্রায় চোদ্দ গজ); **ভৃশ**—অত্যন্ত; **আর্তঃ**—পীড়িত।

অনুবাদ

বৃত্রাসুরের গদার আঘাতে ঐরাবতের মুখ বিদীর্ণ হয়েছিল, তার ফলে ঐরাবত অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে এবং বজ্রাহত পর্বতের মতো ঘুরতে ঘুরতে পিঠে ইন্দ্রকে নিয়ে সপ্ত ধনুক (চোদ্দ গজ) দূরে পতিত হয়।

শ্লোক ১২

ন সন্নবাহায় বিষণ্ণচেতসে
প্রাযুঙ্‌ক্ত ভূয়ঃ স গদাং মহাত্মা ।
ইন্দ্রোঽমৃতস্যন্দিকরাভিমর্শ-
বীতব্যথক্ষতবাহোঽবতস্থে ॥ ১২ ॥

ন—না; **সন্ন**—অবসন্ন; **বাহায়**—বাহনের উপর; **বিষণ্ণ-চেতসে**—বিষণ্ণ চিত্ত; **প্রাযুঙ্‌ক্ত**—নিক্ষেপ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সঃ**—তিনি (বৃত্রাসুর); **গদাম্**—গদা; **মহাত্মা**—মহাত্মা (যে ইন্দ্রকে বিষণ্ণ এবং পীড়িত দেখে তার প্রতি গদা নিক্ষেপ করেনি); **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **অমৃত-স্যন্দি-কর**—অমৃত বর্ষণকারী হস্তের দ্বারা; **অভিমর্শ**—স্পর্শ করে; **বীত**—দূর করে; **ব্যথ**—বেদনা; **ক্ষত**—এবং ক্ষত; **বাহঃ**—বাহন; **অবতস্থে**—সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অনুবাদ

মহাত্মা বৃত্রাসুর ধর্মনীতি অনুসরণ করে, বাহন ঐরাবতকে আহত এবং অবসন্ন দেখে দুঃখিত চিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনরায় গদা নিক্ষেপ করেন নি। সেই অবসরে ইন্দ্র তাঁর অমৃতস্রাবী হস্তের স্পর্শে ঐরাবতের ক্ষত ব্যথা অপনোদন করে, সেই স্থানে নীরবে অবস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

স তং নৃপেন্দ্রাহবকাম্যয়া রিপুং
বজ্রায়ুধং ভ্রাতৃহণং বিলোক্য ।
স্মরংশ্চ তৎকর্ম নৃশংসমংহঃ
শোকেন মোহেন হসঞ্জগাদ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি (বৃত্রাসুর); **তম্**—তাঁকে (দেবরাজ ইন্দ্রকে); **নৃপেন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **আহব-কাম্যয়া**—যুদ্ধ করার বাসনায়; **রিপুম্**—তাঁর শত্রুকে; **বজ্র-**

আয়ুধম্—(দধীচির অস্থিনির্মিত) বজ্র যাঁর আয়ুধ; **ভ্রাতৃ-হণম্**—তাঁর ভ্রাতৃহন্তা; **বিলোক্য**—দেখে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **চ**—এবং; **তৎ-কর্ম**—তাঁর কার্যকলাপ; **নৃশংসম্**—নিষ্ঠুর; **অংহঃ**—মহাপাপ; **শোকেন**—শোকে; **মোহেন**—বিভ্রান্ত হয়ে; **হসন্**—হাসতে হাসতে; **জগাদ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, বৃত্রাসুর তাঁর ভ্রাতৃহন্তা শত্রু ইন্দ্রকে যুদ্ধ করার বাসনায় বজ্র ধারণ করে সম্মুখে অবস্থিত দেখে বৃত্রাসুরের মনে পড়েছিল, ইন্দ্র নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। ইন্দ্রের সেই পাপকর্মের কথা স্মরণ করে, তিনি শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪

শ্রীবৃত্র উবাচ

দিষ্ট্যা ভবান্ মে সমবস্থিতো রিপু-
র্যো ব্রহ্মহা গুরুহা ভ্রাতৃহা চ ।
দিষ্ট্যানৃণোঽদ্যাহমসত্তম ত্বয়া
মচ্ছূলনির্ভিন্নদৃষদ্ধৃদাচিরাৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রী-বৃত্রঃ উবাচ—মহাবীর বৃত্রাসুর বলেছিলেন; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের ফলে; **ভবান্**—তুমি; **মে**—আমার; **সমবস্থিতঃ**—সম্মুখে অবস্থিত; **রিপুঃ**—আমার শত্রু; **যঃ**—যে; **ব্রহ্ম-হা**—ব্রাহ্মণকে হত্যাকারী; **গুরু-হা**—তোমার গুরুকে হত্যাকারী; **ভ্রাতৃ-হা**—আমার ভ্রাতাকে হত্যাকারী; **চ**—ও; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **অনৃণঃ**—আমার ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **অসৎ-তম**—হে পরম ঘৃণ্য; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মৎ-শূল**—আমার শূলের দ্বারা; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ হয়ে; **দৃষৎ**—পাষাণের মতো; **হৃদা**—হৃদয়; **অচিরাৎ**—অতি শীঘ্র।

অনুবাদ

শ্রীবৃত্রাসুর বললেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, গুরুবধ এবং আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে, সৌভাগ্যবশত সেই তুমি আজ শত্রুভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। হে পাপিষ্ঠ, আমি যখন আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ করব, তখন আমি আমার ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্ত হব।

শ্লোক ১৫

যো নোঽগ্রজস্যাত্মবিদো দ্বিজাতে-
র্গুরোরপাপস্য চ দীক্ষিতস্য ।
বিশ্রভ্য খড়্গেন শিরাংস্যবৃশ্চৎ
পশোরিবাকরুণঃ স্বর্গকামঃ ॥ ১৫ ॥

যঃ—যে; **নঃ**—আমাদের; **অগ্রজস্য**—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার; **আত্ম-বিদঃ**—আত্মজ্ঞানী; **দ্বি-জাতেঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **গুরোঃ**—তোমার গুরু; **অপাপস্য**—নিষ্পাপ; **চ**—ও; **দীক্ষিতস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষিত; **বিশ্রভ্য**—বিশ্বাসপূর্বক; **খড়্গেন**—তোমার খড়্গের দ্বারা; **শিরাংসি**—মস্তক; **অবৃশ্চৎ**—ছেদন করেছ; **পশোঃ**—একটি পশুর; **ইব**—মতো; **অকরুণঃ**—নির্দয়ভাবে; **স্বর্গ-কামঃ**—স্বর্গ-কামনায়।

অনুবাদ

কেবল স্বর্গকামনায় তুমি আত্মজ্ঞানী, নিষ্পাপ, তোমার যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত রূপে নিযুক্ত যোগ্য ব্রাহ্মণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেছ। তিনি ছিলেন তোমার গুরু, কিন্তু তোমার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করা সত্ত্বেও তুমি নির্দয়ভাবে তোমার খড়্গের দ্বারা একটি পশুর মতো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছ।

শ্লোক ১৬

শ্রীহ্রীদয়াকীর্তিভিরুজ্ঝিতং ত্বাং
স্বকর্মণা পুরুষাদৈশ্চ গর্হ্যম্ ।
কৃচ্ছ্রেণ মচ্ছূলবিভিন্নদেহ-
মস্পৃষ্টবহ্নিং সমদন্তি গৃধ্রাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রী—ঐশ্বর্য বা সৌন্দর্য; **হ্রী**—লজ্জা; **দয়া**—দয়া; **কীর্তিভিঃ**—এবং কীর্তি; **উজ্ঝিতম্**—বিহীন হয়ে; **ত্বাম্**—তুমি; **স্ব-কর্মণা**—তোমার কর্মের দ্বারা; **পুরুষ-অদৈঃ**—রাক্ষসদের দ্বারা; **চ**—এবং; **গর্হ্যম্**—নিন্দনীয়; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **মৎ-শূল**—আমার ত্রিশূলের দ্বারা; **বিভিন্ন**—বিদীর্ণ; **দেহম্**—তোমার দেহ; **অস্পৃষ্ট-বহ্নিম্**—অগ্নিও স্পর্শ করবে না; **সমদন্তি**—ভক্ষণ করবে; **গৃধ্রাঃ**—শকুন।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, তুমি লজ্জা, দয়া, কীর্তি এবং ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ। নিজ কর্মবশে এই সমস্ত সদ্‌গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তুমি রাক্ষসদেরও নিন্দনীয় হয়েছ। এখন আমি আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করব, তার ফলে তোমাকে অতি কষ্টে মরতে হবে এবং তোমার মৃত্যুর পর অগ্নিও তোমাকে স্পর্শ করবে না; কেবল শকুনেরা তোমার দেহ ভক্ষণ করবে।

শ্লোক ১৭

অন্যেঽনু যে ত্বেহ নৃশংসমজ্ঞা
যদুদ্যতাস্ত্রাঃ প্রহরন্তি মহ্যম্ ।
তৈর্ভূতনাথান্ সগণান্ নিশাত-
ত্রিশূলনির্ভিন্নগলৈর্যজামি ॥ ১৭ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **অনু**—অনুগমন করে; **যে**—যে; **ত্বা**—তুমি; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **নৃশংসম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **অজ্ঞাঃ**—আমার প্রভাব না জেনে; **যৎ**—যদি; **উদ্যত-অস্ত্রাঃ**—তাদের অস্ত্র উদ্যত করে; **প্রহরন্তি**—আক্রমণ করে; **মহ্যম্**—আমাকে; **তৈঃ**—সেগুলির দ্বারা; **ভূত-নাথান্**—ভৈরব আদি ভূতদের নেতাদের; **স-গণান্**—তাদের নিজগণ সহ; **নিশাত**—তীক্ষ্ণধার; **ত্রিশূল**—ত্রিশূলের দ্বারা; **নির্ভিন্ন**—ভিন্ন অথবা বিদীর্ণ; **গলৈঃ**—তাদের কণ্ঠ; **যজামি**—যজ্ঞ করব।

অনুবাদ

যদি অন্যান্য দেবতারা আমার প্রভাব না জেনে, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি তোমার অনুগামী হয়ে আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাদের অস্ত্র উদ্যত করে, তা হলে আমি আমার এই তীক্ষ্ণ ত্রিশূলের দ্বারা তাদের মস্তক ছেদন করব এবং তাদের সেই মুণ্ডগুলি দিয়ে ভূত-প্রেত আদি সহ ভৈরব আদি ভূতনাথদের যজ্ঞ করব।

শ্লোক ১৮

অথো হরে মে কুলিশেন বীর
হর্তা প্রমথ্যৈব শিরো যদীহ ।
তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায়
মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে ॥ ১৮ ॥

অথো—অন্যথা; **হরে**—হে ইন্দ্র; **মে**—আমার; **কুলিশেন**—তোমার বজ্রের দ্বারা; **বীর**—হে বীর; **হর্তা**—ছেদন কর; **প্রমথ্য**—আমার সৈন্য ধ্বংস করে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শিরঃ**—মস্তক; **যদি**—যদি; **ইহ**—এই যুদ্ধে; **তত্র**—সেই অবস্থায়; **অনৃণঃ**—এই জড় জগতের সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে; **ভূত-বলিম্**—সমস্ত জীবেদের উপহার দিয়ে; **বিধায়**—আয়োজন করে; **মনস্বিনাম্**—নারদ মুনি সদৃশ মহাত্মার; **পাদ-রজঃ**—শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার; **প্রপৎস্যে**—আমি লাভ করব।

অনুবাদ

হে বীর ইন্দ্র! অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রের দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ কর এবং আমার সৈন্যদের বিনাশ কর, তা হলে আমি আমার এই দেহ অন্য সমস্ত জীবেদের (যেমন শৃগাল এবং শকুনিদের) উপহার দিয়ে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নারদ মুনির মতো মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করব।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস ।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥

"আমি ছয় গোস্বামীর দাস এবং তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা আমার পঞ্চগ্রাস।" বৈষ্ণব সর্বদাই পূর্বতন আচার্য এবং বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা কামনা করেন। বৃত্রাসুর নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হবে, কারণ সেটিই ছিল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাসনা। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। সেই পরম গতি কেবল বৈষ্ণবের কৃপার ফলেই লাভ হয়। *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*—বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কেউ কখনও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেনি। এই শ্লোকে তাই আমরা *মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে*—"আমি মহান্ ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করব"—এই বাক্যটির উল্লেখ দেখতে পাই। *মনস্বিনাম্* শব্দটি সেই মহান ভক্তদের ইঙ্গিত করে, যাঁরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে সর্বদাই প্রশান্ত এবং তাই তাঁদের বলা হয় ধীর। এই প্রকার ভক্তের আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন নারদ মুনি। কেউ যদি মহান ভক্ত বা মনস্বীর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন।

শ্লোক ১৯

সুরেশ কস্মান্ন হিনোষি বজ্রং
পুরঃ স্থিতে বৈরিণি ময্যমোঘম্ ।
মা সংশয়িষ্ঠা ন গদেব বজ্রঃ
স্যান্নিষ্ফলঃ কৃপণার্থেব যাচ্ঞা ॥ ১৯ ॥

সুরেশ—হে দেবতাদের রাজা; **কস্মাৎ**—কেন; **ন**—না; **হিনোষি**—নিক্ষেপ কর; **বজ্রম্**—বজ্র; **পুরঃ স্থিতে**—তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান; **বৈরিণি**—তোমার শত্রু; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অমোঘম্**—যা অব্যর্থ (তোমার বজ্র); **মা**—করো না; **সংশয়িষ্ঠাঃ**—সন্দেহ; **ন**—না; **গদা ইব**—গদার মতো; **বজ্রঃ**—বজ্র; **স্যাৎ**—হতে পারে; **নিষ্ফলঃ**—বিফল; **কৃপণ**—কৃপণ ব্যক্তির থেকে; **অর্থা**—ধন; **ইব**—সদৃশ; **যাচ্ঞা**—প্রার্থনা।

অনুবাদ

হে দেবরাজ! আমি তোমার শত্রুরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কি জন্য আমার প্রতি তোমার বজ্র নিক্ষেপ করছ না? যদিও আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত তোমার গদা কৃপণের কাছে ধন প্রার্থনা করার মতো নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু এই বজ্র সেভাবে বিফল হবে না। এই বিষয়ে তুমি কোন সন্দেহ করো না।

তাৎপর্য

ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরের প্রতি তাঁর গদা নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বৃত্রাসুর তা তাঁর বাম হাতে ধারণ করে তা দিয়ে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মস্তকে আঘাত করেছিলেন। এইভাবে ইন্দ্রের আক্রমণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। বৃত্রাসুরের আঘাতের ফলে ঐরাবত আহত হয়েছিল এবং চোদ্দ গজ পিছনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাই ইন্দ্র যদিও বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিল, তবু তাঁর মনে আশঙ্কা হয়েছিল যদি সেই বজ্রও নিষ্ফল হয়। বৈষ্ণব বৃত্রাসুর কিন্তু ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বজ্র নিষ্ফল হবে না, কারণ বৃত্রাসুর জানতেন যে, তা ভগবানের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। ইন্দ্রের মনে সন্দেহ ছিল, কারণ ইন্দ্র জানতেন না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশ কখনও বিফল হয় না, কিন্তু বৃত্রাসুর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্য জানতেন। বৃত্রাসুর বিষ্ণুর নির্দেশে নির্মিত বজ্রের দ্বারা নিহত হতে উৎসুক ছিলেন, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তা হলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে

যাবেন। তিনি সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমি যেহেতু তোমার শত্রু, তাই যদি তুমি আমাকে বধ করতে চাও, তা হলে এই সুযোগ গ্রহণ কর। আমাকে বধ কর। তুমি জয় লাভ করবে এবং আমি ভগবদ্ধামে ফিরে যাব। তোমার এই কার্য আমাদের উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হবে। অতএব এখনই তা কর।"

শ্লোক ২০

নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা
হরের্দধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো
যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ ॥ ২০ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—এই; **বজ্রঃ**—বজ্র; **তব**—তোমার; **শক্র**—হে ইন্দ্র; **তেজসা**—তেজের দ্বারা; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **দধীচেঃ**—দধীচির; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **চ**—ও; **তেজিতঃ**—শক্তিসম্পন্ন; **তেন**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শত্রুম্**—তোমার শত্রুকে; **জহি**—বধ কর; **বিষ্ণু-যন্ত্রিতঃ**—শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত; **যতঃ**—যেখানেই; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **বিজয়ঃ**—বিজয়; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **গুণাঃ**—এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ; **ততঃ**—সেখানে।

অনুবাদ

হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি আমাকে বধ করার জন্য যে বজ্র ধারণ করেছ, তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তেজে এবং দধীচি মুনির তপস্যায় অত্যন্ত তেজোযুক্ত হয়েছে। তুমিও যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশে আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছ, সুতরাং তোমার বজ্রের আঘাতে যে আমার মৃত্যু হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তাই তোমার বিজয়, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত সদ্‌গুণ অবশ্যম্ভাবী।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁর বজ্র অজেয় বলে কেবল আশ্বাসই দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে তিনি ইন্দ্রকে অনুপ্রাণিতও করেছিলেন। বৃত্রাসুর ভগবান

শ্রীবিষ্ণু প্রেরিত বজ্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে উৎসুক ছিলেন, যাতে তিনি অচিরেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। বজ্র নিক্ষেপের ফলে ইন্দ্রের জয় হবে এবং তিনি জন্ম-মৃত্যুময় এই জড় জগতের সংসার-চক্রে থেকে স্বর্গসুখ ভোগ করবেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে পরাজিত করে সুখভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবিকই সুখ ছিল না। স্বর্গলোক ব্রহ্মলোকেরও নীচে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—ব্রহ্মলোক লাভ করলেও বার বার নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হতে হয়। কিন্তু, কেউ যদি একবার ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তা হলে তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। বৃত্রাসুরকে বধ করে ইন্দ্রের প্রকৃতপক্ষে কোন লাভ হবে না; কারণ তাঁকে এই জড় জগতেই থাকতে হবে। কিন্তু বৃত্রাসুর চিৎ-জগতে ফিরে যাবেন। তাই প্রকৃত বিজয় বৃত্রাসুরের জন্য নির্ধারিত ছিল, ইন্দ্রের জন্য নয়।

শ্লোক ২১

অহং সমাধায় মনো যথাহ নঃ
সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে ।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো
গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ ॥ ২১ ॥

অহম্—আমি; **সমাধায়**—স্থির করে; **মনঃ**—মন; **যথা**—যেমন; **আহ**—বলা হয়েছে; **নঃ**—আমাদের; **সঙ্কর্ষণঃ**—ভগবান সঙ্কর্ষণ; **তৎ-চরণারবিন্দে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **ত্বৎ-বজ্র**—তোমার বজ্রের; **রংহঃ**—শক্তির দ্বারা; **লুলিত**—ছিন্ন; **গ্রাম্য**—জড় আসক্তির; **পাশঃ**—রজ্জু; **গতিম্**—গতি; **মুনেঃ**—নারদ মুনি এবং অন্যান্য ভক্তদের; **যামি**—আমি প্রাপ্ত হব; **অপবিদ্ধ**—ত্যাগ করে; **লোকঃ**—এই জড় জগৎ (যেখানে জীব অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে)।

অনুবাদ

তোমার বজ্রের প্রভাবে আমি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হব এবং এই দেহ ও জড় বাসনা সমন্বিত এই জগৎ ত্যাগ করব। ভগবান সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত স্থির করে, আমি নারদ মুনি আদি মহান ঋষিদের গতি লাভ করব, যে কথা ভগবান সঙ্কর্ষণ স্বয়ং বলেছেন।

তাৎপর্য

অহং সমাধায় মনঃ শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, মৃত্যুর সময় সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে মনকে একাগ্র করা। কেউ যদি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ অথবা অন্য কোন বিষ্ণুমূর্তির শ্রীপাদপদ্মে স্থির করতে পারেন, তা হলে তিনি সার্থক হবেন। সঙ্কর্ষণের শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত স্থির করে মৃত্যু বরণ করার জন্য বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলেছিলেন তাঁর প্রতি তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করতে। ভগবান প্রদত্ত বজ্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হওয়ার ছিল; তা প্রতিহত করার কোন প্রশ্নই ছিল না। তাই বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন তৎক্ষণাৎ সেই বজ্র নিক্ষেপ করতে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত স্থির করে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। ভক্ত সর্বদাই তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন, যাকে এখানে *গ্রাম্যপাশ* বা জড়-জাগতিক আসক্তির পাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দেহ মোটেই সৎ নয়; তা কেবল এই জড় জগতের বন্ধনের কারণ। দুর্ভাগ্যবশত, দেহের বিনাশ যদিও অবশ্যম্ভাবী তবু মূর্খেরা তাদের দেহের উপরে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে কখনও আগ্রহী হয় না।

শ্লোক ২২

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্ ।
ন রাতি যদ্ দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
র্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ ॥ ২২ ॥

পুংসাম্—পুরুষদের; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **একান্ত-ধিয়াম্**—যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত; **স্বকানাম্**—যাঁরা ভগবানের নিজজন বলে পরিচিত; **যাঃ**—যা; **সম্পদঃ**—সম্পদ; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **ভূমৌ**—মর্ত্যলোকে; **রসায়াম্**—এবং পাতাললোকে; **ন**—না; **রাতি**—প্রদান করেন; **যৎ**—যার ফলে; **দ্বেষঃ**—বিদ্বেষ; **উদ্বেগঃ**—উদ্বেগ; **আধিঃ**—মনস্তাপ; **মদঃ**—গর্ব; **কলিঃ**—কলহ; **ব্যসনম্**—নাশজনিত দুঃখ; **সং প্রয়াসঃ**—মহান প্রয়াস।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের ভগবান তাঁর নিজ জন বা সেবকরূপে স্বীকার

করেন। স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে যে সম্পদ রয়েছে, তা তিনি তাদের দান করেন না। কারণ এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের ফলে শত্রুতা, উদ্বেগ, মনস্তাপ, গর্ব এবং কলহের সৃষ্টি হয়। তখন সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য তাকে অধিক প্রয়াস করতে হয় এবং সেই সম্পদ হারালে তখন তার গভীর দুঃখ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুর উভয়েই ছিলেন ভগবানের ভক্ত, যদিও ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভগবান প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুরের প্রতি অধিক কৃপাপরবশ ছিলেন, কারণ ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে মৃত্যুর পর বৃত্রাসুর ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন, কিন্তু বিজয়ী ইন্দ্রকে এই জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভক্ত, তাই ভগবান তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। বৃত্রাসুর কখনই জড় সম্পদ কামনা করেননি, কারণ এর পরিণতি সম্বন্ধে তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন। জড় সম্পদ সঞ্চয় করতে হলে মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং যখন তা লাভ হয়, তখন বহু শত্রুতার সৃষ্টি হয়, কারণ এই জড় জগৎ সর্বদাই বিদ্বেষে পূর্ণ। কেউ যদি ধন লাভ করে, তা হলে তার বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাই একান্ত ভক্তদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কখনও জড় সম্পদ প্রদান করেন না। প্রচারের জন্য ভক্তের কখনও কখনও ধন-সম্পদের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু প্রচারকের ধন কর্মীর ধনের মতো নয়। কর্মীর ধন লাভ হয় কর্মের ফলে, কিন্তু ভক্তের ধন ভগবান আয়োজন করেন তাঁর ভক্তিকার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে। ভক্ত যেহেতু ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কখনও ধন-সম্পদের অপব্যবহার করেন না, তাই কর্মীর ধনের সঙ্গে ভক্তের ধনের কখনও তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ২৩

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র ।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রৈ-বর্গিক—ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের উদ্দেশ্যে; **আয়াস**—প্রচেষ্টার; **বিঘাতম্**—বিনাশ; **অস্মৎ**—আমাদের; **পতিঃ**—ভগবান; **বিধত্তে**—অনুষ্ঠান করেন; **পুরুষস্য**—ভক্তের; **শক্র**—হে ইন্দ্র; **ততঃ**—যার ফলে; **অনুমেয়ঃ**—অনুমান করা যায়; **ভগবৎ-প্রসাদঃ**—ভগবানের বিশেষ কৃপা; **যঃ**—যা; **দুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **অকিঞ্চন-গোচরঃ**—ঐকান্তিক ভক্তের লভ্য; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা, যারা জড়-জাগতিক সুখ চায়।

অনুবাদ

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু ভগবান তাঁর ভক্তদের ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রয়াস করতে নিষেধ করেন। তা থেকে বোঝা যায় ভগবান কত কৃপাময়। এই প্রকার কৃপা কেবল অনন্য ভক্তদেরই লভ্য, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও এই প্রকার কৃপা লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

মানব-জীবনের চারটি বর্গ হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। সাধারণ মানুষেরা ধর্ম, অর্থ এবং কামের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভক্তের এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা থাকে না। অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা এই যে, তিনি ধর্ম, অর্থ এবং কাম লাভের জন্য তাদের বৃথা পরিশ্রম করতে দেন না। অবশ্য কেউ যদি সেগুলি চান, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই সেইগুলি তাঁদের দেন। যেমন, ইন্দ্র ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন না; পক্ষান্তরে, তিনি স্বর্গলোকে উচ্চতর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কামনা করেছিলেন। কিন্তু বৃত্রাসুর ভগবানের অনন্য ভক্ত হওয়ার ফলে, কেবল ভগবানের সেবাই কামনা করেছিলেন। তাই ভগবান ইন্দ্রের দ্বারা তাঁর দেহের বন্ধন বিনষ্ট করে, তাঁকে তাঁর ধামে ফিরিয়ে

নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। বৃত্রাসুর ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করেন, যাতে তাঁর এবং ইন্দ্রের উভয়েরই ভক্তির মাত্রা অনুসারে ঈপ্সিত ফল লাভ হয়।

শ্লোক ২৪

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **হরে**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **পাদ-এক-মূল**—আপনার শ্রীপাদপদ্মই যাঁর একমাত্র আশ্রয়; **দাস-অনুদাসঃ**—দাসের অনুদাস; **ভবিতাস্মি**—আমি হব; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **মনঃ**—আমার মন; **স্মরেত**—স্মরণ করতে পারে; **অসুপতেঃ**—আমার প্রাণনাথের; **গুণান্**—গুণাবলী; **তে**—আপনার; **গৃণীত**—কীর্তন করুক; **বাক্**—আমার বাক্য; **কর্ম**—আপনার সেবাকার্য; **করোতু**—অনুষ্ঠান করুক; **কায়ঃ**—আমার দেহ।

অনুবাদ

হে ভগবান, যাঁরা আপনার পাদমূল আশ্রয় করেছেন, আমি কি আবার আপনার সেই দাসদের দাস হতে পারব? হে প্রাণপতি, আমি যেন পুনরায় তাঁদের দাস হতে পারি যাতে আমার মন সর্বদা আপনার দিব্য গুণাবলী স্মরণ করে, আমার বাণী যেন সর্বদা আপনার মহিমা কীর্তন করে এবং আমার দেহ যেন সর্বদা আপনার সেবাকার্য সম্পাদন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবদ্ভক্তির সারমর্ম বর্ণনা করেছে। প্রথমে ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়া অবশ্য কর্তব্য (*দাসানুদাস*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিটি জীবের সর্বদা ব্রজ-গোপিকাদের পালক শ্রীকৃষ্ণের দাসের অনুদাসের দাস হওয়ার (*গোপীভর্তুঃ পদ-কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*) বাসনা করা উচিত। অর্থাৎ গুরুপরম্পরার ধারায় যিনি ভগবানের দাসের অনুদাস, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা উচিত। এই নির্দেশ অনুসারে

কায়, মন এবং বাক্য—এই তিনটি সম্পদ নিযুক্ত করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অনুসারে দেহকে সেবামূলক কার্যে নিযুক্ত করতে হবে, মন দিয়ে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং বাণী দিয়ে সর্বদা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে হবে। কেউ যদি এইভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ২৫

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ২৫ ॥

ন—না; **নাক-পৃষ্ঠম্**—স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক; **ন**—না; **চ**—ও; **পারমেষ্ঠ্যম্**—যে লোকে ব্রহ্মা বাস করেন; **ন**—না; **সার্বভৌমম্**—সারা পৃথিবীর উপর একাধিপত্য; **ন**—না; **রসা-আধিপত্যম্**—পাতালের আধিপত্য; **ন**—না; **যোগ-সিদ্ধীঃ**—অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি যোগের অষ্টসিদ্ধি; **অপুনঃ-ভবম্**—জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি; **বা**—অথবা; **সমঞ্জস**—হে সমগ্র সৌভাগ্যের উৎস; **ত্বা**—আপনি; **বিরহয্য**—পৃথক হয়ে; **কাঙ্ক্ষে**—আমি কামনা করি।

অনুবাদ

হে সর্ব সৌভাগ্যের উৎস, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য, অষ্ট যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও লাভ করতে চাই না।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা করে কখনও কোন জড়-জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করতে চান না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবান এবং তাঁর পার্ষদদের নিত্য সান্নিধ্য লাভ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকতে চান, যে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে *দাসানুদাসো ভবিতাস্মি* । সেই সম্বন্ধে নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র বাসনা, ভক্তসঙ্গে ভগবান এবং তাঁর দাসের অনুদাসের সেবা করা।

শ্লোক ২৬

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ২৬ ॥

অজাত-পক্ষাঃ—যার পাখা গজায়নি; **ইব**—সদৃশ; **মাতরম্**—মাতা; **খগাঃ**—পক্ষীশাবক; **স্তন্যম্**—স্তনদুগ্ধ; **যথা**—যেমন; **বৎসতরাঃ**—বাছুর; **ক্ষুধ্-আর্তাঃ**—ক্ষুধায় পীড়িত; **প্রিয়ম্**—প্রিয় বা পতি; **প্রিয়া**—প্রেয়সী বা পত্নী; **ইব**—সদৃশ; **ব্যুষিতম্**—প্রবাসী; **বিষণ্ণা**—বিষণ্ণ; **মনঃ**—আমার মন; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন; **দিদৃক্ষতে**—দর্শন করতে ইচ্ছা করছে; **ত্বাম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

হে অরবিন্দাক্ষ, অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক যেমন মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কখন স্তন্য পান করবে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করছে।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর সেবা করার অভিলাষ করেন। সেই সম্বন্ধে এখানে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত সুন্দর। পক্ষীশাবকের মা যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে এসে তাকে খেতে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সন্তুষ্ট হতে পারে না, বাছুর মায়ের স্তন্যদুধ পান করতে না পারা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না এবং প্রবাসী পতি ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত পতিব্রতা পত্নী সন্তুষ্ট হতে পারে না।

শ্লোক ২৭

মমোত্তমশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

মম—আমার; **উত্তম-শ্লোক-জনেষু**—কেবল ভগবানের প্রতি আসক্ত ভক্তদের সঙ্গে; **সখ্যম্**—বন্ধুত্ব; **সংসার-চক্রে**—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে; **ভ্রমতঃ**—ভ্রমণরত; **স্ব-কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের ফলের দ্বারা; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **আত্ম**—দেহ; **আত্ম-জ**—সন্তান; **দার**—পত্নী; **গেহেষু**—এবং গৃহতে; **আসক্ত**—আসক্ত; **চিত্তস্য**—যার মন; **ন**—না; **নাথ**—হে ভগবান; **ভূয়াৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

হে নাথ, আমি আমার কর্মের ফলে সংসারচক্রে ভ্রমণ করছি। তাই আমি যেন আপনার পুণ্যকীর্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ করতে পারি। আপনার মায়ার প্রভাবে আমার চিত্ত যে দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাতে যেন আর আসক্তি না থাকে। আমার মন, প্রাণ, সব কিছুই যেন আপনাতেই আসক্ত হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বৃত্রাসুরের দিব্য গুণাবলী' নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।